পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২৫-২০২৬ হতে ২০২৯-৩০

উপজেলা পরিষদ

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

❖ উপদেষ্টা

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

❖ সম্পাদনায়

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

❖ সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

❖ সহযোগিতায়

মোঃ কামরুজ্জামান
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,
ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ, দিনাজপুর।

❖ কারিগরি সহযোগিতায়

মোঃ তরিকুল হক
উপজেলা উন্নয়ন সহায়ক(ইউডিএফ)
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

টেকনিক্যাল গ্রুপ অফ প্ল্যানিং (টিজিপি)

❖ প্রকাশনা, পরিকল্পনা ও গ্রন্থনায়

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
প্রকল্প বাছাই কমিটি

❖ ডিজাইন

পিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন, দিনাজপুর।

❖ প্রকাশকাল

জুন, ২০২৫

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

সম্পাদকীয়

দেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ অন্যতম ও বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এছাড়াও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এরধারা ২৩ অনুসারে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পূর্ণ দায়িত্ব উপজেলা পরিষদ কে অর্পন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকার অর্থায়নে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী করতে ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার ও সম্পদের প্রাপ্যতার বিষয় সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং উপজেলার নাগরিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আশা করি, প্রণীত পরিকল্পনা মাফিক উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হলে হাকিমপুর উপজেলাবাসী এর সুবিধা পাবে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অবকাঠামো ও তথ্য প্রযুক্তিতে কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধিত হবে।

ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) প্রণয়নে পরিকল্পণা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি), অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয়সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি, হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের (টিএলডি) কর্মকর্তাসহ উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের যে সকল কর্মচারী শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

বাণী

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
দিনাজপুর

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এই প্রত্যয় ৩টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যয় ৩ টি যখন এক সূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ করে তখন উন্নয়ন হয় টেকসই। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। যার একপাশে অবস্থান করে জনঅংশগ্রহণ এবং অন্য পাশে বাস্তবায়ন। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ যা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রত্যাশার সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব।

ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) অর্থ বছরের জন্য যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নও জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) আওতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্র উপজেলার জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) কারিগরি সহায়তায় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) বই প্রণয়নে ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ এবং প্রশাসনের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

বাণী

মোঃ রিয়াজ উদ্দিন
উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ
দিনাজপুর

স্থানীয় জনগণই জানে তাদের সমস্যা কি এবং কিভাবে তার সমাধান করা যাবে। তাই প্রয়োজন তাদের একত্রিত করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুযোগ করে দেয়া। জন অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত মনিটরিং ব্যবস্থা এই প্রজেক্টটির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইতোমধ্যে এই প্রজেক্টের সুফল দেশের বিভিন্ন উপজেলাবাসী পেতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের সকল বিভাগের উপজেলায় প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ঘোড়াঘাট উপজেলাকে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঘোড়াঘাট উপজেলা শুধুমাত্র দিনাজপুর জেলার মধ্যেই নয়, বরং বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় উপজেলা। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর মাধ্যমে ঘোড়াঘাট উপজেলা তার সম্ভাবনাকে প্রত্যাশার উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যাতে উপজেলার প্রতিটি সমস্যা এবং সম্ভাবনা সুক্ষ্মভাবে বিবেচিত হয়েছে। উন্নয়নের নির্দেশকগুলো অর্জনের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টার সমাবেশ যেমন এতে রয়েছে, তেমনি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এরূপ সমস্যার সমাধানের উপায়ও এতে স্থান পেয়েছে। এ ধরনের একটি সুচিন্তিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বই প্রকাশে যারা নিরলস ভাবে কাজ করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ রিয়াজ উদ্দিন)

সূচিপত্র

ক্র:নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাণী ও সম্পাদকীয়	
২	উপজেলার মানচিত্র	
৩	ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি	
৪	উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ	
৫	জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	
৬	বাজেট সার সংক্ষেপ	
৭	খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	
৮	বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)	
৯	রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট	
১০	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	
১১	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	

২.ঘোড়াঘাট উপজেলার মানচিত্র

৩.ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি

ভূমিকা

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ- ৫৯) স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বেও মধ্যে কোন সময়ের জন্য কোন খাতকে প্রাধান্য দেয়া হবে বা অগ্রাধিকার দেয়া হবে তা সুনির্দিষ্টি করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা এবং নিম্ন-উর্দ্ধমূখী (bottom up approach) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতা মূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কামারখন্দ উপজেলার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে কামারখন্দ উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

এ পরিকল্পনা বই তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও একটি গণতান্ত্রিক কার্যকর শক্তিশালী পরিষদ গঠন। বর্তমান সরকার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কামারখন্দ উপজেলার পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

ঘোড়াঘাট উপজেলার পটভূমি এর নাম হয়েছে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ থেকে, যেখানে একসময় রাজার বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়াগুলোকে স্নান করানো হতো। এটি একটি ঐতিহাসিক স্থান এবং এর একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, যদিও অনেক তথ্যই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখানকার প্রাচীন দুর্গটি শহরটিকে একসময় সুরক্ষিত রাখত।

নামের উৎস: করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলের নাম 'ঘোড়াঘাট' হয়, কারণ এখানে একটি রাজার বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়াগুলোকে করতোয়া নদীতে স্নান করানো হতো।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক জনপদ। মধ্যযুগে এটি ৫০টি বাজার ও ৫৩টি গলি সহ একটি জনবহুল শহর ছিল।

ঐতিহাসিক দুর্গ: এখানকার ঘোড়াঘাট দুর্গটি এর দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত, যা করতোয়া নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং চারদিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

বর্তমান অবস্থা: কালের পরিক্রমায় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য হারিয়ে গেলেও, ঘোড়াঘাট তার নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

ঘোড়াঘাট প্রাচীন জনপদ হওয়ায় এর বিভিন্ন স্থানে পুরাকীর্তি থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। এ উপজেলার ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে- ঘোড়াঘাট দুর্গ, বারপাইকের গড়, বেলোয়া, পল্লরাজ, দামোদরপুর, সুরা মসজিদ, শাহ ইসমাইল গাজী (র)'র মাজার, শাহ দরিয়া বোখারী (র)' মাজার, কাজী সদরুদ্দীন (র)'র মাজার ও বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু ধর্মালম্বীদের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই আধুনিক কাল পর্যন্ত তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত এই মন্দির। সিংড়া ইউনিয়নের বিরাহিমপুর বাজারের একটু দক্ষিণ এসে পূর্ব দিকে আঁকাবাঁকা পথে যেতে হয় ঋষিঘাটে। করতোয়া নদীর তীরে ঋষিঘাট মৌজায় মন্দিরটি অবস্থিত বলে এর নাম ঋষিঘাট মন্দির হয়েছে। কোন ঋষি এই ঘাট দিয়ে পার হয়েছিলেন তার নাম অজ্ঞাত। অতীতে এখানে দুটি মন্দির নির্মান করে দিয়েছিলেন একজন ভূস্বামী। সাবেক মন্দির অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। এখন চূড়াওয়ালা প্রদক্ষিণ পথ যুক্ত চারকোণী পাকা মন্দির তোলা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১০মী তিথিতে এখানে বারুনী স্নান হয়। এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। হিন্দু নর-নারীদের বেশ সমাগম হয় এখানে।

৪.ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউনিয়নসমূহ

ঘোড়াঘাট উপজেলায় ০৪ টি ইউনিয়ন রয়েছে:

১	১ নং বুলাকীপুর ইউনিয়ন পরিষদ
২	২নং পালশা ইউনিয়ন পরিষদ
৩	৩নং সিংড়া ইউনিয়ন পরিষদ
৪	৪নং ঘোড়াঘাট ইউনিয়ন পরিষদ

৫.জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

৩ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হাকিমপুর উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে (২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী) ১২৯৬ জন। আয়তনের দিক থেকে এটি দিনাজপুর জেলার একটি ক্ষুদ্রতম উপজেলা। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী/ গণ অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

জেলা		দিনাজপুর	
উপজেলা		ঘোড়াঘাট	
সীমানা		উত্তরে নবাবগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে পলাশবাড়ি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা,দক্ষিণে পাঁচবিবি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে হাকিমপুর উপজেলা।	
জেলা সদর হতে দূরত্ব	৯৬	কি:মি:	
আয়তন	৫৭.৩৭	বর্গমাইল বা ১৪৮.৬৭ বর্গ কিলোমিটার।	
জনসংখ্যা	১,৩১,৪১৩	জন	
পুরুষ	৬৫,১৭৫	জন	
মহিলা	৬৬,২৩৮	জন	
লোক সংখ্যার ঘনত্ব	২,২৯০	জন (বর্গকিলোমিটারে)	
মোট ভোটার সংখ্যা	১,১২,৩৯৯	জন	
পুরুষ ভোটার সংখ্যা	৫৫,৭০৯	জন	
মহিলা ভোটার সংখ্যা	৫৬,৬৯০	জন	
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	০.৯৮%		
শিক্ষার হার	৭০.৫৩%		
বিদ্যুৎ সুবিধা	৯৯.২৮%		
মোবাইল ব্যবহারকারী	৫২.৫৬%		
ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	১৬.৪১%		
মোট প্রতিবন্ধী	২৩১৬	জন (শতকরা ১.৭৬)	
ধর্মীয় জনসংখ্যা		মুসলিম-১১৪২৩৫ জন	(শতকরা ৮৬.৯৩)
		হিন্দু- ৯১৬১জন	(শতকরা ৬.৯৭)
		খ্রিস্টান ৭০৯৪ জন	(শতকরা ৫.৪০)
		বৌদ্ধ-১৬জন	(শতকরা ০.০১)
		অন্যান্য-৯০৭জন	(শতকরা ০.৬৯)

মোট পরিবার (খানা)	৩৫,১৮৬	টি
নির্বাচনী এলাকা	দিনাজপুর-৬	
গ্রাম	১৪৩	টি
মৌজা	১১৫	টি
ইউনিয়ন	৪	টি
পৌরসভা	০১	টি
এতিমখানাসরকারী	০০	টি
এতিমখানা বে-সরকারী	১৩	টি
মসজিদ	৩২৭	টি
মন্দির	৪০	টি
গির্জা	৭৯	টি
নদ-নদী	২	টি
হাট-বাজার	১০	টি
ব্যাংক শাখা	৫	টি
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস	৭	টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১	টি

কৃষি সংক্রান্ত:

মোট জমির পরিমাণ	১৪,৮৭৪	হেক্টর
নীট ফসলী জমি	১২১৮০	হেক্টর
এক ফসলী জমি	৩০৪	হেক্টর (ফসলী হিসেবে)
দুই ফসলী জমি	৭৯৩২	হেক্টর
তিন ফসলী জমি	৩৮৬৫	হেক্টর
চার ফসলী জমি	৬৫	হেক্টর
মোট ফসলী জমি	২৮০৪১	হেক্টর
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা	২৮৩৮৯	টি
গভীর নলকূপ	২৪৭	টি
অ-গভীর নলকূপ	২,২১৫	টি
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা	২৩৫১১২	মেঃটন

শিক্ষা সংক্রান্ত:

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৭	টি
নিম্ন মাধ্যমিক	০১	টি
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	১০	টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬	টি
মাদ্রাসা	১৪	টি
কলেজ	০৫	টি
কারিগরি কলেজ (কারিগরি)	০৩	টি

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত:

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১	টি
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩	টি
বেডের সংখ্যা	৫০	টি
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	১৩	জন
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা	০৬	জন
সিনিয়র নার্স সংখ্যা	২৫	জন

সহকারী নার্স সংখ্যা	০১	জন
কমিউনিটি ক্লিনিক	১২	টি

ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত:

মৌজা	১১৫	টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৩	টি
পৌর ভূমি অফিস	০১	টি
মোট খাস জমি	২০১৭.৫১	একর
কৃষি	৭৬১.৭৫০	একর
অকৃষি	১২৫৫.৭৬	একর
বন্দোবস্ত যোগ্য কৃষি	৮৮২.৫৭	একর (কৃষি-৭৬১.৭৫০একর, অকৃষি-১২০.৮২ একর)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)		সাধারণ= ৬৯১২২৩০ (২০২৪-২৫) সংস্থা= ৪২৪৪৮৭/- (২০২৪-২৫)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)		সাধারণ=৩৪,৫৬,৬৩১ (২০২৪-২৫) আদায়ের হার-৫০.০০% সংস্থা=
হাট-বাজারের সংখ্যা	১০	টি (উপজেলা পরিষদ-০৭টি, পৌরসভা-০৩টি)

পরিবার পরিকল্পনা:

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০৩	টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	০১	টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	২৬,৪৪১	জন (ফেব্রুয়ারি/২০২৫ইং)

যোগাযোগ সংক্রান্ত:

পাকা রাস্তা	৮৫	কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	২৫	কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	২১০	কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৫৬৪	টি
নদীর সংখ্যা	০২	টি (করতোয়া ও মাইলা নদী)

এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)	উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)	২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (HIES, ২০১৬)	২০%	<১০%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	২২.২% (BDHS, ২০১৫)	১৯%	<১০%
৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৯০ (SVRS, ২০১৫)	১৫৮	<৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৯৮% (SPSC, ২০১৫)	৯৯%	১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)	১১ জন	৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৯০%, (MICS, ২০১৯)	৮৭%	৯৫%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)	১০০%	১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৪% (NEET, ২০১৫-২২-২৫)		১৫%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	3G- ১০০% 4G- ৯৯% 5G- ৫০%	3G- ১০০% 4G- ৯৯% 5G- ৫০%	১০০%
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার	প্রাথমিক ৯%, মাধ্যমিক ১৭% উচ্চ মাধ্যমিক ২০% ২০১৫ সাল	প্রাথমিক ৭%, মাধ্যমিক ১৪% উচ্চ মাধ্যমিক ২২%	প্রাথমিক < ২% মাধ্যমিক <৫% উচ্চ মাধ্যমিক <১০%
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী পরিবার (%)	৬৫% (বিবিএস-২০১৫ সাল)	৮৩%	৯৫%

৬.পঞ্চবার্ষিক বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০)

বিবরণ		পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০২৪-২৫	চলতি বছরের বাজেট বাচলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০২৫-২৬	পরবর্তী বছরের বাজেট ২০২৬-২৭
১		২	৩	৪
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব অনুদান	৩,৭৪,৮৫,৫৫১.৫০/-	৩,৭৯,৩০,৫০০/-	৩,৮৫,৩০,৫০০/-
	মোটপ্রাপ্তি	৩,৭৪,৮৫,৫৫১.৫০/-	৩,৭৯,৩০,৫০০/-	৩,৮৫,৩০,৫০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৬১,৪৮,৬৫৮/৫০	১,৫৯,৯০,০০০/-	১,৯০,৭০,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	৩,১৩,৩৬,৮৯৩/-	২,১৯,৮০,৫০০/-	৩,১৯,৮০,৬০০/-
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব** **উন্নয়ন অনুদান**	১১,০৭,৮৩,২১৮/-	২,১৯,৮০,৫০০/-	২,৪৫,৭৫,৮০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	-	-	-
	মোট (খ)	১১,০৭,৮৩,২১৮/-	৯,৯৮,০৯,৬৯৩/-	১০,২৫,০৯,৬৭০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১৪,৮২,৬৮,৭৬৯/৫০	১৩,৭৭,৪০,১৯৩/-	১৪,০৯,৪৫,২১৩/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১১,০৭,৮৩,২১৮/-	৯,৯৮,০৯,৬৯৩/-	৩,১৯,৮০,৬০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৩,১৩,৩৬,৮৯৩/-	২,১৯,৮০,৫০০/-	২,৮৯,৭৫,৮৮৩/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	-	-	-
	সমাপ্তি জের	-	-	-

৭.খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

উপজেলার পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার অংশ হিসেবে প্রথমেই উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর থেকে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো নিরসনে ইতিমধ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আরো কি ধরনের উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে উপজেলার জনগণকে এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ করা যেতে পারে তার একটি চিত্র দেখা যায়। হাকিমপুর উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরেই সমস্যা বিদ্যমান যার মধ্যে যোগাযোগ এবং ভৌত খাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা বিদ্যমান, এর পরেই রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়নখাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, এবং কৃষি ক্ষেত্রে মানুষ বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় এই সকল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। সকল অংশীজন (সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লিখিত সমস্যা গুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এই সভায় Need based assessment বা **'চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়ন'** এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৫টি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। যে সকল সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার নিরসন করতে পারে তা এই লক্ষ্য নির্ধারনের সময় আবশ্যিক ভাবে খেয়াল রাখা হয়।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) এর লক্ষ্য হিসেবে যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি খাতগুলোকে নির্বাচিত করা হয়। মূলতঃ এই খাতগুলোর সমস্যা নিরসন করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের সমস্যাই ক্রমান্বয় হ্রাস পাবে।

খাত	**সমস্যা সমূহের বিবরণ**				**সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম**	**আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ**	**সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম**
	সমস্যার ধরণ	**অবস্থান**	**পরিমাণ/স্থিতি**	**কারণ**			
মৎস্য	মাছ চাষের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ চাষে মৎস্য চাষিদের অনাগ্রহ।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন	৪ টি ইউনিয়নের প্রায় ৪৮০০ মৎস্য চাষি।	আধুনিক ও নিরাপদ মাছ উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে অনাগ্রহ	উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক ৫ ব্যাচে ১২৫ জন মাছ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে উন্নত মাছ চাষ বিষয়ক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	মাছের উৎপাদন এবং চাষীর লাভের মাত্রা কাংক্ষিত পর্যায়ে হবেনা ।	বিভিন্ন জলাশয়ের পানি পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উন্নত প্রযুক্তিতে কার্প জাতীয় মাছের সাথে উচ্চ মূল্যের গুলশা, টেংরা ,পাবদা,শিং মাছচাষ প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
	উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন	৪ টি ইউনিয়নে ৩০০০ জন নিবন্ধিত এবং অসংখ্য অনিবন্ধিত জেলে	অধিক হারে মা মাছ ও ছোট মাছ আহরণ এবং মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল দূষিত ও হ্রাস	৪ ব্যাচে ১২০ জন মৎস্যজীবিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২টি ব্যাচে অভয়াশ্রম ও ২টি বিলে নার্সারী স্থাপন	নতুন অভয়াশ্রম/বিলে নার্সারী নির্মাণ এবং পুরাতন অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষন না করা হলে উন্মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস	মৎস্য জীবিদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, বিলে নার্সারী স্থাপন এবং অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
						পাবে ।	
জনস্বাস্থ্য	নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের পানি বাহিত রোগ হচ্ছে	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন	১৯ হাজার মানুষ নিরাপদ পানি ও ২৬ হাজার মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন এর ভুক্তভোগী	-আয়রন,আর্সেনিক ও বিভিন্ন ধাতব পর্দাথ মিশ্রিত পানি - অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে পানির লেয়ার নীচে নেমে যাচ্ছে -আর্থিক সমস্যা -মানুষের সচেতনতার অভাব	বিভিন্ন ইউনিয়নে ৪০০ টি অগভীর নলকূপ ও গ্রামীণ স্যানিটেশন ৫০০টি স্থাপন ।	বিভিন্ন ইউনিয়নে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/আলোচনা করার পাশাপাশি গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা না হলে অনেক মানুষ পানিবাহিত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হবে।	কমিউনিটি বেইজড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, পাবলিক টয়লেট/ ওয়াশব্লক নির্মাণ, সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ক্যাম্পেইন করা যেতে পারে ।
প্রাণিসম্পদ	উপযুক্ত অপারেশন থিয়েটার, ল্যাব এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র না থাকার কারণে সেবা ব্যাহত ও জাত উন্নয়ন হচ্ছে না	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৪ টি ইউনিয়ন	৩৩ হাজার খামারী ও কৃষক	-অধিদপ্তরের ও উপজেলা বাজেট বরাদ্দ না থাকার	চলমান কোন প্রকল্প নাই।	সমস্যা বিদ্যমান হ্রাস পাবে।	উপজেলা পর্যায়ে উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার সহ ল্যাব স্থাপন, গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পর্যা য়ে কৃত্রিম প্রজনন স্থাপন, চিকিৎসাধীন পশুর ওয়েটিং সেড এবং খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
কৃষি	১. রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নিরাপদ ফসল উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা।	৩১০০০জন কৃষক রাসায়নিক সার ও বালাইনাশককের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করে থাকে।	রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অপ্রতুল জ্ঞান।	কৃষি অফিসের চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে কৃষকদের নিরাপদ বালাইনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হলেও বাস্তব প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেই।	৬০০০ কৃষকের মধ্যে এই সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	উপজেলা পরিষদ ০৩ টি ইউনিয়নে মোট ১০০০ জন কৃষককে নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বালাইনাশক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ করা যেতে পারে।

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
	২. জমির উর্বরতা ক্রমান্বয় হ্রাস পাচ্ছে।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা।	৪১০০ হেঃ জমি।	নিবিড় শস্য চাষ (Intensive Cultivation) ও অসম মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং জৈব সারের প্রয়োগ।	উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্বল্প পরিসরে সুবিধাভোগী কৃষকদের দ্বারা জৈব সার উৎপাদন ও জমিতে প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান।	২৮০০ হেঃ জমিতে এই সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	উপজেলায় কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জৈব কৃষির উপর কৃষক প্রশিক্ষণ ও জৈব সার তৈরির উপকরণ বিতরণ করা যেতে পারে
	৩. জলাবদ্ধতার কারণে ফসলী জমি পতিত হওয়ার পরিমাণ ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।		১৭০০ হেঃ জমি।	কৃষি জমি উপেক্ষা করে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ ও কালভার্ট এবং পুল এর জল নিষ্কাশন পয়েন্টে বাধা ।	স্থানীয় কৃষকদের এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।	১১০০ হেঃ জমিতে এই সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	জমির জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা, পরিকল্পিত ভাবে কালভার্ট,ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার কিছু গ্রামের জনসাধারণ এখনো স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাট-বাজার, রেলস্টেশন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে সহজে যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ০৪ টি ইউনিয়ন।	০৪ টি ইউনিয়নের প্রায় ২৫৫ কিঃমিঃ-৩১০কিঃমিঃ যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে।	-পর্যাপ্ত রাস্তা না থাকা - রাস্তার প্রশস্ততার কম। - অত্র এলাকার মাটি বালিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ায় বৃষ্টিতে রাস্তাগুলি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ, ৮কিঃমিঃ রাস্তা মেরামত করা হবে। - প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ, ১০ কিঃ মিঃ রাস্তা মেরামত ও প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ রাস্তা প্রশস্তকরণের প্রস্তাব সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রায় ৯০ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ, ৪০ কিঃ মিঃ রাস্তা মেরামত ও ৩০ কিঃ মিঃ প্রশস্তকরণ কাজ অসমাপ্ত থাকবে।	- উপজেলা পরিষদ থেকে আগামী ২০২৫-২৬হতে ২০২৯-৩০ অর্থ বছরে - অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - যাত্রীদের নিরাপদের কথা বিবেচনা সেন্ট্রাল পার্ক সংলগ্ন ওয়াশব্লক ও বিশ্রাগার তৈরী করা যেতে পারে
স্বাস্থ্য	নিরাপদ ডেলিভেরী সেবা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বহিঃবিভাগে আগত	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।	দৈনিক ১৬০ - ১৮০ রোগী এই ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছে।	১। নিরাপদ ডেলিভেরী কেন্দ্রের সময়মতো না আসা ২। প্রয়োজনের	বহিঃবিভাগে বিদ্যমান ২ জন এমএলএসএস নিয়োগ। ২। ইউজিডিপি	স্বাস্থ্য সেবার বিঘ্নতা সহ অপরিকল্পিত সেবা বিদ্যমান থাকবে।	১। উপজেলা পরিষদ হইতে গ্রাম পুলিশ বা আনসার সদস্য পদপয়নের মাধ্যমে ২। নিরাপদ ডেলিভেরী সেবা

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	**অবস্থান**	**পরিমাণ/স্থিতি**	**কারণ**			
	রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।			তুলোনায় জনবল কম থাকার কারনে অতিরিক্ত ভিড় হচ্ছে।	প্রকল্পের এর মাধ্যমে বিগত অর্থবছরের কিছু সংখ্যক আসবাবপত্র (চেয়ার) এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।		প্রদানের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনবল নিয়োগে
	স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী/রোগীরা সুপেয় পানি পান করতে পারছে না।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।	দৈনিক ১১০ -১৫০ রোগী এই ভোগান্তির স্বীকার হয়।	হাসপাতাল প্রাঙ্গনে সুপেয় পানির জন্য নলকূপ না থাকা (১টি গভীর নলকূপ রয়েছে যাতে প্রচুর আয়রন যুক্ত পানি এবং ব্যবহার অনুপযোগী)।	চলমান কোন প্রকল্প নাই।	বিদ্যমান ও চলমান সমস্যা।	উপজেলা পরিষদ হতে হাসপাতাল প্রাঙ্গনে ১টি ওয়াটারট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	১। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার দিন দিন কমে যাচ্ছে। ২। ডিজিটাল প্লাটফর্মে পাঠদানের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন।	১৮টি স্কুল, ১২টি মাদ্রাসা, ০৭টি কলেজ ও ০৪টি টেকনিক্যাল কলেজ।	-অর্থনৈতিক চাপ -পারিবারিক দায়বদ্ধতা -বাল্য বিবাহ - দারিদ্রতা - চাকুরীর অনিশ্চয়তা - যাতায়াতের সমস্যা - যৌন হয়রানি - সচেতনার অভাব - স্কুলে বিভিন্ন আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অপ্রতুলতা - শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব আই.টি	- এসইডিপি প্রকল্প থেকে ২৫০০ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে ও উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফমে পাঠদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা - এ ছাড়া বাল্য বিবাহ রোধে উপজেলা প্রশাসন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। ইউজিডিপি ও অন্যান্য প্রকল্প থেকে	১। অনুপস্থিতির হার ৩%-৫% অবশিষ্ট থাকবে।	ইউজিডিপি ও অন্যান্য প্রকল্প থেকে আসবাবপত্র ও বৈদ্যতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা - ৭৫০ টি ফ্যান প্রদান - পিতা-মাতা ও স্থানীয় লোকজনকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ ৫টি প্রেরণামূলক কর্মশালার আয়োজন করা । -মান সম্মত শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ । - ছাত্রীদেরকে সহজে যাতায়াত করার জন্য ৩০০টি বাইসাইকেল প্রদান করা

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
				সরঞ্জামের অভাব।	আসবাবপত্র ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা		- বাল্য বিবাহ ও যৌন হয়রানি রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করবে। - ইউজিডিপি প্রকল্প থেকে ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্কুলে ওয়াশব্লক/ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রুম নির্মাণ করবে। - ইউজিডিপি প্রকল্প থেকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে পাঠদান বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ , বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি সামগ্রী প্রদান করা।
যুব উন্নয়ন	যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তার অভাবে শিক্ষিত যুব বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	উপজেলা পরিষদ ঘোড়াঘাট	নির্ধারিত নয়।	-বাজেট বরাদ্দ না থাকা উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা	যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদনকেন্দ্র স্থাপন (প্রক্রিয়াধীন)।	সমস্যা কিছুটা হ্রাস পাবে।	-ট্রেড বা বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা -প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন/ নির্মাণ। -স্বল্প মুনাফায় ঋণের ব্যবস্থা করা
সমবায়	সমবায় সমিতির সদস্যগণ দিন দিন আগ্রহ হারাচ্ছেন ।	ঘোড়াঘাট উপজেলার গ্রাম পর্যায়ের সমবায় সমিতির কার্যালয়সমূহ।	৯০০ জন বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্য।	১. ভেন্যুগত সমস্যা ২. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে উপকরণ প্রদানে অর্থের সমস্যা। ৩. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব।	কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকা	সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	সমবায় সমিতির সদস্যদের প্লাম্বিং, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, হাঁস মুরগী পালন, গরু ও ছাগল মোটাতাজা করণ , গাভী পালন, বসতবাড়ির আঙিনায় শাক-সব্জি চাষের প্রশিক্ষণ, জুতা তৈরী প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিক্যাল ও ক্রিষ্টাল তৈরির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
							সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
প্রাথমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পরার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মান সম্মত শিক্ষা অর্জন ব্যাহত হচ্ছে	ঘোড়াঘাট উপজেলার ৭৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।	নির্ধারিত নয়	১. শিক্ষকের স্বল্পতা/দূর্বলতা ২. বাল্যবিবাহ। ৩. শিশুশ্রম। ৪. বই সংরক্ষণ/মজুদ করণে সমস্যা ৫. অসচেনতা।	চলমান কোন প্রকল্প নাই।	সমস্যা হ্রাস পাবে	-শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ -বই সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ -অভিভাবক সভার আয়োজন করা -বসার বেঞ্চের সরবরাহ করা
পরিবার পরিকল্পনা	নরমাল ডেলিভেরি সেবা প্রদান পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান ব্যহত হচ্ছে।	ঘোড়াঘাট	০৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা	-যন্ত্রপাতির ঘাটতি -অবকাঠামোগত সমস্যা -প্রশিক্ষণের সুবিধা না থাকা/ কম থাকা -জনবল ঘাটতি	নাই।	সমস্যা হ্রাস পাবে ।	-সেবা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা -প্রয়োজনীয় ভবন/কক্ষ/ নিরাপত্তা প্রাচীর / সংযোগ সড়ক নির্মাণ/ মেরামত /সংস্কার করা - সেবা প্রদান কারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা
উপজেলা মহিলা বিষয়ক	দিন দিন শিক্ষিত বেকার যুব মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	সমগ্র ঘোড়াঘাট	২৩০০-২৬০০ জন	-চাকুরির সুযোগ না থাকা -উদ্যেক্তা তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণের অভাব -মূলধন না থাকা	নাই	সমস্যা হ্রাস পাবে ।	উদ্যেক্তা তৈরীর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া, যেমন- (বিউটিশিয়ান, ব্লকবাটিক, কম্পিউটার, সেলাই সহ অন্যান্য), প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা ।
বাংলদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সমবায়ীদের সঞ্চয় জমা ও ঋণ পরিশোধে অনীহা	সমগ্র ঘোড়াঘাট	৭০০-৮০০ জন সদস্য	কর্মসংস্থানের অভাব, আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ না হওয়া, কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা	-বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান চলমান -মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান চলমান	সমস্যা হ্রাস পাবে	-চাহিদা ভিত্তিক আইজিএ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । - সমবায়ীদের দুগ্ধ উৎপাদন, গরু ও উন্নত জাতের ছাগল পালন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হলে ৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যার বিবরণ	সুপারিশযোগ্য কার্যক্রম
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
					- দলে/গ্রুপে কাজের পরিবেশ না থাকা		-কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ

৬. ৫ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-২০৩০)

২০২৫-২০৩০ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে ২০২৫-৩০ হতে ২০২৯-২০৩০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট নিরুপণ করা হয়েছে । এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৬৭৩৬৪০০০ টাকা, ইউজিডিপি এর বরাদ্দ দাড়ায় ২,৫০,০০০০০ টাকা, স্থানীয় ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৩১৩৩৬৮৯৩টাকা । একই ভাবে বাজেটের অন্যান্য অর্থায়নের উৎস যেমন জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তর সমুহের বাজেট, জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত), উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প, এনজিও ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত ।

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (টাকা) (অর্থবছর ২০২৫-৩০)	৫ বছরের বাজেট(বার্ষিক বরাদ্দ*৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১৩৪৭২৮০০	৬৭৩৬৪০০০
২	বিশেষ কর্মসূচির (ইউজিডিপি) মঞ্জুরি	৫০০০০০০	২৫০০০০০০
৩	স্'ানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্ব''ত্ত)	১,৫০০,০০০	৭৫০০০০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	৩৫০০০০০	১৭৫০০০০০
৫	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্ব''ত্ত)	৩১৩৩৬৮৯৩	১৫৬৬৮৪৪৬৫
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	১০,০৩৫,০০০	৫০১৭৫০০০
৭	এনজিও	১,১০৫,৬০০	৫৫২৮০০০

৮.সম্পদের চিত্রায়ণ

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)

ঘোড়াঘাট উপজেলায় এলজিইডি, কৃষি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক, জনস্বাস্থ্য (ডিপিএইচই), বন, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা দপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে। এ সকল প্রকল্প উপজেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা/ প্রকল্প				
মৎস্য				
	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে। অভীষ্ট গোষ্ঠী- কামারখন্দ উপজেলার সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	ময়াদঃ ৩০ জুন, ২০২৬ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আনুমানিক বরাদ্দঃ ৩,৯৫,০০০/- টাকা
	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রদর্শনী খামার স্থাপন, বিল নার্সারি স্থাপন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হবে। অভীষ্ট গোষ্ঠী- কামারখন্দ উপজেলার সকল মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদঃ ডিসেম্বর, ২০২৭ খ্রিঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আনুমানিক বরাদ্দঃ ২,৯০,০০০/- টাকা
জনস্বাস্থ্য	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে প্রতি অর্থবছরে ২৬ টি করে নিরাপদ সুপেয় পানির উৎস স্থাপন করা হবে।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রকল্পের ময়োদঃ ৩০ জুন, ২০২৭ ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে আনুমানিক বরাদ্দঃ ৪৩,০০,০০০/- টাকা

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।	প্রতিটি ইউনিয়নে ২৯০০ টি পানির উৎসের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হবে।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদঃ ৩০ জুন, ২০২৭ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আনুমানিক বরাদ্দঃ ১৮,০০,০০০/- টাকা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়ন।	অভীষ্ট গোষ্টীঃ হাকিমপুর উপজেলার জনসাধারন। খানা জরিপের মধ্যমে মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন। সমবায় সমিতিতে সঞ্চয় জমা করন। প্রকল্পের অর্থায়নে মহিলাদের ০১ (এক) মাস ব্যাপী রাজশাহী টিটিসি এর মাধ্যমে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ। সমবায় সমিতির পুরুষ সদস্যদের ড্রাইভিং, ম্যাকানিক, প্লাম্বিং এবং কার্পেটিংসহ অনন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় সমিতির ৫০ (চল্লিশ) জন ম্যানেজারকে প্রতি মাসে ৩০০০/-(দুই হাজার)টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৮-২০২৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রাপ্তি ৬,০০,০০০ টাকা
	বীরমুক্তিযোদ্ধা প্রকল্প।	ঘোড়াঘাট উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গাভী পালন, ছাগল পালন এবং হাঁস মুরগী পালনসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্বল্প সেবা মূল্যে ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তি ৩,০০,০০০ টাকা
	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণ কর্মসূচী। (১ম সংশোধিত)।	ঘোড়াঘাট উপজেলার প্রকৃত কৃষক নিয়ে সমিতি গঠন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।অপ্রধান শস্য যেমন ডাল জাতীয়,মসলা জাতীয় ও তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন।উক্ত ফসল চাষে ৪%সেবা মূল্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে সমিতির কৃষকদের উন্নত জাত ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত কৃষি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক দলের সদস্যদের	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তি ১৯,০০,০০০ টাকা

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনী, ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন,মাঠ দিবস ও প্রতিবেশী কৃষকদের মাঝে উন্নত বীজ বিতরণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হয়।		
	পল্লী প্রগতি প্রকল্প।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বিভিন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত মহিলা ও পুরুষ নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করে বেকারত্ব দূর করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ।	ইউনিয়ন, ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৮-২০২৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তি ২,০০,০০০ টাকা
	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী।	ঘোড়াঘাট উপজেলার দরিদ্র ভূমিহীন ও বিত্তহীন পরিবারগুলোকে বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক যেমন, সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ ও কর্মকারসহ বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষ দলকে স্বল্প সেবা মূল্য ঋণ সহায়তা এবং আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৬-২০২৭ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৮-২০২৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তি ১,৫০,০০০ টাকা
	মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ।	মহিলা পর্যায়ে গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। উক্ত গ্রামীণ মহিলাদের উন্নত হাঁস মুরগী পালন, গাভী পালন ও বসত বাড়ির আশেপাশে সবজি চাষের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ সহ ঋণ সহয়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া গ্রামীণ মহিলাদের উন্নত স্যানিটেশন, গর্ভকালীন কি করনীয় সার্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	১৯৮৬-১৯৮৭ অর্থ বছর থেকে চলমান ২০২৮-২০২৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তি ৬,০০,০০০ টাকা
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন।	অভীষ্ঠ গোষ্ঠী- কামারখন্দ উপজেলার সকল কৃষক। উন্নত জাত ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক দলের সদস্যদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনী ও ফলোআপ কার্যক্রম	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০৬২১৮০/- (সম্ভাব্য বরাদ্দ) প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৫-১৬ হতে চলমান

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		বাস্তবায়ন, মাঠ দিবস ও প্রতিবেশী অনগ্রসর কৃষকদের মাঝে বীজ বিনিময় যা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।		
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম/ প্রজেক্ট ফেজ -২ (এনএটিপি-২)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ টি করে কৃষক দল সংঘটিত করা হয়েছে। যারা সমবায় অধিদপ্তর এর অধীন নিবন্ধিত হয়ে সঞ্চয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	৯৯১৫০০/- (সম্ভাব্য বরাদ্দ) প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৭
	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প।	কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কাছে কৃষি আবহাওয়া, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রতিটি ইউনিয়নে অটোমেটিক রেইনগজ স্থাপন, আবহাওয়ার তথ্য সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে কৃষকরা স্থানীয় কলা কৌশলের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ফসলহানি ও জীবন রক্ষায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	৪৭,০০০/- (সম্ভাব্য বরাদ্দ) প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৬
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং	ঘোড়াঘাট উপজেলা	৫১৬২৭০/- প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৭

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।		
	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	৯৫৫৬৯৮/- প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৭
	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	হঘোড়াঘাট উপজেলা	১৮৯০০০০/- প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৪
	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।	কৃষি খাতে দিন দিন শ্রমিক স্বল্পতা লাঘবে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৫০% ভর্তুকিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৬
	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প।	উপকারভোগী কৃষকগণ অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	১৬৮৯০০/- প্রকল্পের মেয়াদ চলমান
	কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের	ঘোড়াঘাট উপজেলা	৭৯৭৪৯০৫/- প্রকল্পের মেয়াদ

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		অগ্রাধিকার দিয়ে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ যা আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।		চলমান
এলজিইডি	এসডিআইআরডিপি	গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কামারখন্দ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। ৫২০০০০০০/-
	এলবিসি	বৃহৎ ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলার সকল জনগণের উন্নত যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ।	হাকিমপুর উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। ১০০০০০০০/-
	আইআরআইডিপি-৩	গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কামারখন্দ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। ৩৮০০০০০০/-
	জিপিবিআরআইডিপি-২	গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কামারখন্দ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমান বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত।
	ইউটিএমআইডিপি	উন্নত নন্-মিউনিসিপ্যাল শহর তৈরি লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন এবং সেই অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ।	হাকিমপুর উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত। ১৯০০০০০০/-
	হেরিং বোন বন্ড(এইচবিবি) প্রকল্প	গুরুত্বপূণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলার সকল জনগনের উন্নত যোগাযোগ নিশ্চিত করণ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২১-২২ সালের জুন পর্যন্ত / বাজেট বরাদ্দ এখন পর্যন্ত অনির্ধারিত।
	পিইডিপি-৪	দৃষ্টি নন্দন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের মাধ্যমে শিশুদের উন্নত পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	এই প্রকল্পের সময়কাল ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। ৩৫০০০০০০/-
	জিওবিএম	ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উপজেলার সকল জনগনের উন্নত যোগাযোগ নিশ্চিত করণ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রতি বছর। ২৯০০০০০০/-
প্রাণিসম্পদ	১। NATP	উপজেলার সকল খামারি	ঘোড়াঘাট উপজেলা	প্রতিটি প্রকল্পের মেয়াদ ৫

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
				বছরের (চলমান); বরাদ্দ = ১৯,০০,০০০/-
	২। LDDP	ঐ	ঘোড়াঘাট উপজেলা	বরাদ্দ = ৪৬,০০,০০০/-
	৩। FMD	গবাদি পশু পালন কারী	ঘোড়াঘাট উপজেলা	বরাদ্দ = ২,৯৩,৭০০/-
	৪। PARB	ঐ	ঘোড়াঘাট উপজেলা	বরাদ্দ = ৫৪,০০০/-
	৫। DUCK REARING TRAINING	শুধু মাত্র হাঁস পালনকারী	ঘোড়াঘাট উপজেলা	ADP ফান্ডের টাকায় প্রশিক্ষন পাবে ১২০ জন চাহিত বরাদ্দ =৩,৫০,০০০/- টাকা
স্বাস্থ্য	ImSRHR&MNH	অভিষ্ট গোষ্ঠীঃ ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু ও ১৫-৪৯ বছর বয়সী সকল মহিলা। ফলাফলঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা প্রদান সহ মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে ঝউএ এর লক্ষমাত্রা অজর্নে সহায়তা করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	নভেম্বর/২০১৮-ডিসেম্বর/২০২১
	NCDC	অভিষ্ট গোষ্ঠীঃ ১০-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সকল কিশোর কিশোরী। ৪০ উর্ধ্ব সকল নরনারী। ফলাফলঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৈশরকালীন স্বাস্থ্য সেবা ও উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিকস, ক্যান্সার, স্থুলতা ও চোখের রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে কাজ করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০১৯-২০২৭
	মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন	অভীষ্ট গোষ্ঠীঃ গর্ভবতী ,প্রসব ও প্রসব পরবতী মা ফলাফলঃ ০-১৫ বছরের নিচের শিশু এই প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা প্রদান সহ মাতৃ মিত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে SDG এর লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	নভেম্বর/২৫-ডিসেম্বর/২০২৭ ৫৮,০০০/-
	ব্রাক NTP (যক্ষা ও কুষ্ঠ)	অভিষ্ট গোষ্ঠীঃ এই প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য হলো সকল যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগী দ্রুত সনাক্তকরণের মাধ্যমে	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০১৮-২০২৭

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		চিকিৎসা প্রদান সহ অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা এবং বাংলাদেশের দারিদ্রতা হ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখা।		
যুব উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ	কামারখন্দ উপজেলার কর্মপ্রত্যাশি বেকার যুবক ও যুবনারীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ (১৮-৩৫ বছর বয়স)।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৫-২০২৮ অর্থবছর ৪৯৫০০০/-
প্রাথমিক শিক্ষা	করোনা মহামারীকালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠের ক্ষতি পূরনার্থে শিক্ষক এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	করোনা মহামরীর কারণে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ৮৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪,১৩৫ জন শিক্ষার্থীরে মধ্যে ১৬৭০ জন হতদরিদ্র শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে। বাকী শিক্ষার্থীদেরও পড়ালেখার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। করোনার কারণে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুকির মধ্যে। অভিভাবকদের পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকে বেকার হয়ে পড়েছেন। এমতবস্থায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা যেন চালু থাকে, স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সচেতন করা যায় এবং তাদের পরিবারের আয়বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে কাজ করার জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিকরতর সক্ষম করে তোলা।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউনিয়ন	২০২১ সালে সেপ্টেম্বর হতে ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত। মোট বাজেট ১,৯৮,১৯২/= (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)
পরিবর পরিকল্পনা খাত	পরিবাররে কল্যাণ ও পরিবারের সমৃদ্ধির উন্নয়ন।	অভিষ্ঠ গোষ্ঠীঃ ১৫-৪৯ বছরের সক্ষম দম্পতি ফলাফলঃ CAR ৮৫% উন্নিত করা TFR ২.৩ থেকে ২.০০ নামানো Unmet need ১২% থেকে ১০% নামানো।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৫-২৬
	কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন	অভীষ্ট গোষ্ঠীঃ ১০-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সকর কিশোর-কিশোরী ফলাফলঃ কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা ,ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আয়রন	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০১৭-২০২৭ ২,৫০,০০০/-

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		বড়ি গ্রহন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।		
সমাজ সেবা	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন প্রকল্প।	প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীকে (কামার,কুমার, বাঁশ-বেত সামগ্রী প্রস্তুতকারক, নাপিত, জুতা মেরামত ও প্রস্তুত কারক) দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং তারা নিজ নিজ পেশার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন সাধন করেছে।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা ।	০ ৪ বছর মেয়াদ। বাজেট= ৩৮,০১,৭৩৫/-
	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন প্রকল্প।	অভীষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও অন্যান্য সেবা গ্রহীতাদের আরাম আয়েশ ও বিশ্রামের জন্য (গোলঘর) এবং বিশ্রামাগার ও বসার জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মান।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা ।	০২ বছর মেয়াদ। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর বরাদ্দ প্রাক্কলন অনুযায়ী
পরিসংখ্যান	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১	ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পরিকল্পনা গ্রহন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান তথা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট পরিবীক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে পরিকল্পনা কৌশল প্রস্তুতে তথ্য উপাত্ত সরবরাহ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থঅন সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২১-২২/ ৪৮,০০,০০০/- টাকা
মহিলা বিষয় প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিত বেকার মহিলাদের সেলাই ও ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং নিজ নিজ পেশায় উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নযন সাধন করেছে।	সমগ্র ঘোড়াঘাট উপজেলা।	০২ বছর মেয়াদ । বাজেট ১৫০০০০০/=
	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	অভীষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মাতৃত্বকাল ভাতাভোগী, ভিজিডি উপকারভোগী ও অন্যান্য সেবাগ্রহীতাদের ছোট বাচ্চা থাকায় বিশ্রামের জন্য ব্রেষ্ট ফিডিংরুম ও বসার জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মান।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় সংলগ্ন।	০২ বছর মেয়াদ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর বরাদ্দ প্রাক্কলন অনুয়ায়ী।
বুরো বাংলাদেশ	মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকর্মসূচী (Basic	দরিদ্র ও প্রান্তিকজনগোষ্ঠীরমাঝেগর্ভবতীমায়ের	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২৫-২০২৬

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
(মা ও শিশু স্বাস্থ্য খাত)	Health Project)	চেকআপ, গর্ভাবস্থায়বিপদ চিহ্ন, প্রসবপরিকল্পনা,প্রসূতিমায়েরযত্ন, প্রসবপরবর্তীপরিবারপরিকল্পনা, গর্ভবতী ও প্রসূতিমায়েরপুষ্টি ও খাবারেরতালিকা, রক্ত স্বল্পতাপ্রতিরোধ, শিশুর জন্য মায়ের দুধ , শিশু ও নারীদের জন্য টিকা, কিশোরীদেরশারীরিক ও মানসিকপরিবর্তন, যৌন ও প্রজননতন্ত্র সংক্রমন ও প্রতিরোধ, বয়ঃসন্ধিকালেপুষ্টি ও স্বাস্থ্য অভ্যাস,এইচআইভিএইডস ও শিশুর মৌলিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনকরা।		
Water.org (USA)	পানিও স্যানিটেশন প্রোগ্রাম (Water Credit Program (Water.org)	দরিদ্র ও প্রান্তিকজনগোষ্ঠীরমাঝেনিরাপদ খাবারপানিরপ্রয়োজনীয়তা ও উৎস, খাবারপানিনিরাপদ রাখার জন্য করনীয়, অস্বাস্থ্যকর ও সরাসরিল্যাট্রিন, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, জীবানুযুক্ত হাতব্যবহারেক্ষতি, কখন ও কিভাবেহাতধুতেহবে, পরিবেশসংক্রান্ত স্বাস্থ্য অভ্যাস,পানি/মলবাহিত রোগকিভাবেছড়ায়, খাবারসংক্রান্ত স্বাস্থ্য অভ্যাস, কৃমি, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু,যক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনকরা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	২০২১-২০২৭
ব্রাক মাইগ্রেশন	সোসিও ইকোনমিক রি-ইন্টিগ্রেশন অব রিটার্ন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার অব বাংলাদেশ-ফেইজ-২(অনুপ্রেরণা-০২)	১) বিদেশ থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের সামাজিক রিইন্ট্রিগ্রেশন জন্য কমিউনিটি সাপোর্ট নিশ্চিত করা ২) বিদেশ থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক রিইন্ট্রিগ্রেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা ও ৩) দক্ষতা উন্নয়ন ও রেফরারেল লিংকেজ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জানুয়ারী ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২৬/ অনির্ধারিত
	বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রি-ইন্টিগ্রেশন এ্যান্ড ইমপ্রুভড মাইগ্রেন্ট গর্ভানেন্স (প্রত্যাশা)	অভিবাসনে সুশাসন নিশ্চিত করা ও ইউরোপ ফেরত ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীদের সামাজিক, মনোঃসামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃ একত্রীকরণে সহায়তা করা এবং নিরাপদ অভিবাসনের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জুন ২০১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬/ অনির্ধারিত

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		সচেতনতা বৃদ্ধি করা		
	স্ট্রেনদেনিং ইকোনমিক রিকোভারী ক্যাপাসিটি অব ক্লাইমেট ভারনালেবল নিউ পুওর , স্পেশিয়ালী রির্টানী মাইগ্রেন্ট ইমপ্যাক্ট কোভিড-১৯।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে জীবিকা ও উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত, নতুন করে দারিদ্রতার সম্মুখিন, পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার ও স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন সংকটাপন্ন অভিবাসী কর্মীদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করা ।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জুন ২০২১ থেকে জুন ২০২৬/ অনির্ধারিত
	স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি।	দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষকে দক্ষ, সমতাভিত্তিক ও প্রবেশযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান,সাধারণ রোগে দরিদ্র ও অতি দরিদ্রের নাজুকতা কমিয়ে আনা, মাতৃমৃত্যু শিশুমৃত্যু ও এ সংক্রান্ত রুগ্নতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলা , সংক্রমন রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রন করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জানুয়ারী ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৬/ অনির্ধারিত
	কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি কাযক্রম।	ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের ক্যাম্পেইন, মাইকিং, টিকা প্রদানে সহায়তা, কোভিড-১৯ সনাক্তকরণে স্টাফদের প্রশিক্ষণ, মাস্ক বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা	ঘোড়াঘাট উপজেলা	চলমান/ অনির্ধারিত
	যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসুচি	সম্ভাব্য যক্ষা রোগী চিহ্নিত করে পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সনাক্ত করা এবং তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জানুয়ারী ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬/ অনির্ধারিত
লিগ্যাল এইড এ্যান্ড নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	স্যোসাল ইম্পারমেন্ট এ্যান্ড লিগ্যাল প্রটেক্শন কর্মসূচি।	মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচির আওতায় “জাতীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা"। -সমাজে জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। -দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা । -সামাজিক উদ্যেগের মাধ্যমে কর্মসূচির স্থায়ীত্বের পথে অগ্রসর হওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রাপ্যতা আদায়ের	ঘোড়াঘাট উপজেলা	চলমান/অনির্ধারিত

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পায়		
	টার্গেটিং দ্যা আলট্রা পুওর (টিইউপি) কর্মসূচি	অতিদরিদ্র পরিবারকে সামগ্রিক প্যাকেজের আওতায় আয়বর্ধক উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা। এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, চাহিদা মাফিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সম্পদ হস্তান্তর, ইনপুটস প্রদান, ম্যাচড সেভিংস, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্যসেবা, গ্রুপ ও হোমভিজিটের মাধ্যমে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে তাদের মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।	ঘোড়াঘাট উপজেলার ইউনিয়ন	চলমান/অনির্ধারিত
	ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসুচি	দেশের গ্রামীণ নারী, কিশোর-কিশোরী ও যুব সম্প্রদায়, ভুমিহীন দরিদ্র, অভিবাসী শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পুরণে ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির সদস্যরা আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য তহবিল গঠন, ক্ষুদ্র সম্পদে বিনিয়োগ, ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থপ্রবাহের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়সহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সেবা পেয়ে থাকেন।	ঘোড়াঘাট উপজেলা	চলমান/অনির্ধারিত

৯.রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্য

রূপকল্প বিবরণীঃ

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক গণমুখী শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অবকাঠামো ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কামারখন্দ উপজেলার জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন।

আদর্শ অবস্থাঃ

১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

২। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৩। গণমুখী শিক্ষার বিস্তৃতি।

৪। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

৫। কৃষি ও প্রাণিসম্পদ অবকাঠামোর উন্নতি।

৬। সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম।

খাত ভিত্তিক লক্ষ্যঃ

১। ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।

২। কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

৩। শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।

৪। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫। কৃষি, মৎস্য ও প্রণিসম্পদ খাতে সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৬। বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট:

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৫-২৬ হতে ২০২৯-৩০) এর জন্য ৬ টি লক্ষ্য প্রাথমিক ভাবে নির্ধারণ করে যথা: যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম । এই এই খাত গুলোর লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মোট ১৭ টি হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরই উপকৃত হবে।

লক্ষ্য ১ (যোগাযোগ এবং ভৌত) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্তা নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ, মাছের সেড নির্মাণ ও গ্রাম পুলিশদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করবে।

লক্ষ্য ২ (মানব সম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন ট্রেডে মাধ্যমে যুব মহিলা এবং যুবকদের দক্ষতা এবং আত্ব- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। যেমনঃ বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ফ্যাশন ডিজজাইন প্রশিক্ষণ, শীতরপাটি তৈরী প্রশিক্ষণ, গবাদী পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উন্নত মানের জুতা তৈরীর প্রশিক্ষণ ও স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীর প্রশিক্ষণ।

লক্ষ্য ৩ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র/ হাই-লো বেঞ্চ সরবরাহ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

লক্ষ্য ৪ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ দুঃস্থ পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন বিতরণ, গ্রামীণ জনাসাধারণের বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, প্রসুতি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং এফডব্লিউসি ভবন উন্নয়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে এবং উত্তম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাসে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

লক্ষ্য ৫ (কৃষি) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, জৈব বালাইনাশক বিতরণ, সেচ ড্রেন নির্মাণ করবে এবং রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

লক্ষ্য ৬ (সামাজিক সচেতনতা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ মাদক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ/কর্মমালার আয়োজন করবে।

ক্র: নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
১	ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।	যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো	১। ক) শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ি নির্মাণ খ) স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (হাট বাজার, জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল) সহজে প্রবেশের লক্ষ্যে রাস্তা এবং রাস্তা সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মাণঃ ক) ৯০০ মিঃ রাস্তা সি সি করণ করা হবে। খ) ১৯০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ করা হবে। গ) গ্রাম পুলিশদের মধ্যে ৬০ টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হবে। ২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৮১৭ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে। ক) ৫টি বাজার সেট মেরামত করা হবে। গ) খেলার মাঠে ৮ টি গোলবার নির্মাণ করা হবে। ঘ) ১২ টি ঘাটলা নির্মাণ করা হবে। ঙ) ১২ টি ফুট ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। চ) ১৮ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। ছ) ৪৫ মি: ব্লোক মেরামত নির্মাণ করা হবে।	১। যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করা হবেঃ ক) ৯০০ মিঃ রাস্তা সি সি করণ খ) ১৯০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ। গ) গ্রাম পুলিশদের মধ্যে ৬০ টি বাইসাইকেল বিতরণ। ২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৮১৭ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ। ক) ১ টি বাজার সেট মেরামত। গ) খেলার মাঠে ৮ টি গোলবার নির্মাণ। ঘ) ১২ টি ঘাটলা নির্মাণ। ঙ) ১২টি ফুট ব্রীজ নির্মাণ। চ) ১৮ টি কালভার্ট নির্মাণ। ছ) ৪৫ মি: ব্লোক মেরামত নির্মাণ। উপরিউক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন হলে উপজেলার ৩,৫০,০০০ মানুষ উপকৃত হবে।
২	কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।	মানব সম্পদ উন্নয়ন	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ: ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ৯০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। খ) ১৬০ জনকে ফ্যাশন ডিজজাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গ) ৩৮০ জন খামারীকে গবাদী পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঘ) ১৫০ জন মুচিকে উন্নত মানের জুতা তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঙ) ১৫০ জন মহিলাকে স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীর প্রশিক্ষণ	ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ৯০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ। খ) ১৬০ জনকে ফ্যাশন ডিজজাইন প্রশিক্ষণ। গ) ৩৮০ জন খামারীকে গবাদী পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ঘ) ১৫০ জন মুচিকে উন্নত মানের জুতা তৈরীর প্রশিক্ষণ। ঙ) ১৫০ জন মহিলাকে স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরীর প্রশিক্ষণ। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ১৮০০ জন বেকার যুবক/যুবতি এবং তাদের পরিবার উপকৃত হবে।

ক্র: নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
			প্রদান করা হবে।	
৩	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।	শিক্ষা	শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে- ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র/ হাই-লো বেঞ্চ সরবরাহ করা হবে। খ) ২৮০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র/ হাই-লো বেঞ্চ সরবরাহ। খ) ২৮০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২,৫০০ শিক্ষার্থী।
৪	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন।	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে- ক) দুঃস্থ পরিবারের জন্য ৫৫০ সেট ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হবে। খ) কউিনিটি ক্লিনিক এবং UH&FWC উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ গ) উত্তম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাসে করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	ক) দুঃস্থ পরিবারের জন্য ৫০০ সেট ল্যাট্রিন নির্মাণ। খ) খ) কউিনিটি ক্লিনিক এবং UH&FWC উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ। গ) উত্তম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাসে করণীয় বিষয়ক ১ টি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। সুফলভোগীর সংখ্যাঃ ২০,০০০ স্থানীয় জনগণ।
৫	কৃষি ও পাণিসম্পদ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।	কৃষি ও প্রাণিসম্পদ	১)জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫৫০ মিঃ ড্রেন নির্মাণ করা হবে। ২)কৃষি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে। ৩) উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে ল্যাব সহ ইউনিয়নের কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।	১)জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫৫০ মিঃ ড্রেন নির্মাণ। ২)কৃষি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে। ৩) উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে ল্যাব সহ ইউনিয়নের কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২০,০০০ জনগণ।
৬	মাদক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ/কর্মমালার আয়োজন করবে।	সামাজিক সচেতনতা	মাদক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ২৫০ প্রশিক্ষণ/কর্মমালার আয়োজন করবে।	মাদক, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ২৫০ প্রশিক্ষণ/কর্মমালার আয়োজন করবে। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ১৬,০০০ জনগণ।

১০. পরিকল্পনা ফরম্যাট

ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় সকল অংশীজনের থেকে কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তাবনা আহবান করে। সকল ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের পরে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প বাছাই কমিটি (অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনাওস্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপিএর সহায়তায়) এডিপি এর কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তবনা দেয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। এই সকল কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাাধিকারের ভিত্তিতে। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনেরজন্য ৩৭টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌতঅবকাঠামোতে ১৫টি, শিক্ষাতে ৬টি, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্যতে ৬টি, কৃষিতে ৭টি, এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ৩টিকর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরম্যাট (পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
অর্থ বছর: ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৯-৩০

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়ন সূচি		বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
ক্রমিক নং	কর্মসূচী কার্যক্রম/শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পূরুষ/শিশু/প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান (ইউপি	বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত বছর	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় লক্ষ	তহবিলের উৎস	কর্মসূচী প্রস্তাবকারি

১	রাস্তা সিসিকরণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ২৫ কি: মি: রাস্তা সিসি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২৫ কি: মি:	৪টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	২৮০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
২	রাস্তা এইচবিবি করণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ১৫ কি: মি: রাস্তা এইচবিবি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	১৫ কি: মি:	৪ টি ইউনিয়ন সকল জনগণ	যোগাযোগ	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১৭০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
৩	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ৬৯টি সড়ক উন্নয়ন ও মেরামত করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	৬৯টি	৪ টি ইউনিয়ন সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	২৮৬৬	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
৪	ব্রিক সলিং	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ২.৫ কি: মি: রাস্তা ব্রীক সলিং করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২.৫ কি: মি:	৪ টি ইউনিয়ন সকল জনগণ	যোগাযোগ	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
৫	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ৫৪ টি কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	৫৪ টি	৪ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১৩৫০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
৬	প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মানের মাধ্যমে শিক্ষার মান অধিকতর সহজি করণ।	৩৫ টি	৪ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভীত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৫-২৬	উপজেলা পরিষদ	১৯১৮	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
৭	ভবণ মেরামত	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০ টি ভবন মেরামত।	১০টি	৪ টি ইউনিয়নের ২০,০০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৫০০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৪ টি ইউনিয়ন
৮	গ্রীল এবং গেট নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৮ টি গ্রীল নির্মাণ, গেট নির্মাণ- ২০ টি	গ্রীল নির্মাণ ৮ টি গেট নির্মাণ- ২০ টি	৪ টি ইউনিয়নেরসকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	-	-	উপজেলা পরিষদ	২৫	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন

৯	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১০টি (৩কি:মি:) সীমানা প্রাচীর নির্মান।	১০টি (৩ কি: মি:)	৩ টি ইউনিয়নেরসকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	-	উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১০	ড্রেন নির্মাণ	উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে বিভিন্ন বাজার/রাস্তা সংলগ্ন ৩টি (২ কি: মি:) ড্রেন নির্মাণ।	৪টি	৩ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	-	-	-	উপজেলা পরিষদ	৮০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১১	অপারেশন থিয়েটার, ল্যাব, কৃত্রিম প্রজনন ও পশু ওয়েটিং রুম নির্মাণ	উপজেলা সদর অফিসে অপারেশণ থিয়েটার, ল্যাব, পশু ওয়েটিং সেড ৪টি ইউনিয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র নির্মান।	অপারেশন থিয়েটার ১টি,ল্যাব ১টি ৫টি প্রজনন কেন্দ্র	৩ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	প্রাণিসম্পদ	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১২	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ	যুব মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ	১ টি	৩ টি ইউনিয়নের ৪০০ জন	মহিলা বিষয়ক	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৪০	এডিপি /ইউজিডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১৩	প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন ট্রেডে ৩০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।	৩০ টি	৩ টি ইউনিয়নের ১০০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৫০	এডিপি/ ইউজিডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১৪	সেলাই মেশিন বিতরণ	যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১০০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।	১০০ টি	৩ টি ইউনিয়নের ১০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১০০	এডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
১৫	শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র, শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি মেরামত ও নির্মাণ	২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আসবাবপত্র(উঁচু-নিচু বেঞ্চ) এবং শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি কক্ষ মেরামত এবং নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মান।	২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩ টি ইউনিয়নের ১৬০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	২০০	এডিপি/ ইউজিডিপি	৪ টি ইউনিয়ন

১৬	ক্যাম্পেইন	শিক্ষার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদক, বাল্য বিয়ে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন ইভটিজিং প্রতিরোধে ৮টি ক্যাম্পেইন।	০৬টি ক্যাম্পেউন	সমগ্র উপজেলার ১২০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১২	এডিপি/ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৭	আন্তঃ স্কুল কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি আন্তঃ স্কুল/ মাদ্রাসা বির্তক ও কুইজ প্রতিযোগিতা।	০৮টি কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	সমগ্র উপজেলার ১২০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৮	শিক্ষাখাতের প্রশিক্ষণ	শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি, স্কাউটদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ১২টি প্রশিক্ষন।	১২ টি	সমগ্র উপজেলার ১০০০০ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	২৪	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৯	নিরাপদ স্যানিটেশন	নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতকল্পে ১৫ টি ইউরেনালসহল্যাট্রিন এবং ১০ ওয়াশব্লক নির্মাণ।	৩০ টি ইউরেনাল সহল্যাট্রিন এবং ১০ ওয়াশব্লক	৪ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১৮০	এডিপি/ ইউজিডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
২০	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নলকূপ, সাবমারসিবল পাম্প	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নিশ্চিত কল্পে ৪২০ টি নলকূপ প্রদান , ২০ টি সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।	২০০ টি নলকূপ, ২০টি সাবমারসিবল পাম্প ।	৪ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৬০	এডিপি/ ইউজিডিপি	৪ টি ইউনিয়ন
২১	বইয়ের গুদাম নির্মাণ	শিক্ষার গুনগতমান নিশ্চিতে সঠিক ভাবে বইয়ের মজুদ ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে সরবরাহ নিশ্চিত হবে	০১ টি	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	প্রাথমিক শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৩০	এডিপি/ ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
২২	হুইল চেয়ার সরবরাহ	বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের মাঝে ৩০ টি হুইল চেয়ার সরবরাহ	৩০ টি হুইল চেয়ার	৪ টি ইউনিয়নের ৫০ জন	স্বাস্থ্য	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৫	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

২৩	স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, স্বাস্থ্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ৬ টি প্রশিক্ষণ প্রদান	৬টি প্রশিক্ষণ	৪ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	স্বাস্থ্য	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	১২	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৪	পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	কৃষি জমি হতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ২ কিঃমিঃ (১৫ টি) পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	২ কিঃমিঃ (১৫ টি)	৪ টি ইউনিয়নের ৫০,০০০ জন কৃষক	কৃষি	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৯৭	এডিপি/ ইউজিডিপ	৪ টি ইউনিয়ন
২৫	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাক্সিনেশন	১,৭৫,০০০ গবাদি পশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিনেশন নিশ্চিতকরণ	১,৩০,০০০ ভ্যাক্সিনেশন	৪ টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ জন খামারি	কৃষি	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৬	বাজার সেড নির্মাণ	বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে মাথায় রেখে ৬ টি বাজার সেড নির্মাণ	৬ টি বাজার সেড	৪ টি ইউনিয়নের ৬০,০০০ জন ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা	কৃষি	৪ টি ইউনিয়ন	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯	২০২৯-৩০	উপজেলা পরিষদ	৬০	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ

১১.পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষনের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং ইউএনও এবিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারি দপ্তর/কর্তৃপক্ষের (যেমন- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) দায়িত্ব হলো অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করা। অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে। এই পর্যালোচনা কালে উপজেলা পরিষদ প্রতিটি চলমান প্রকল্প/স্কীমের অভীষ্ঠের সূচক এবং/ অথবা ব্যয়ের পরিমানের দিক থেকে অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে হচ্ছে কিনা- সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেবে। উপজেলা পরিষদ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প স্থগিত করা বা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার বিচার সাপেক্ষে) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ও তার পর্যালোচনা প্রক্রিয়া উপজেলা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে এমন ভাবে করতে হবে যাতে পরিকল্পনা ও বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ

বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন ভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে।

অর্থ বছরের শেষে (জুলাই), টিজিপি'র সহযোগিতায় অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন (Accomplishment Report) প্রস্তুত করবে। এই প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল এবং প্রাক্কলিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উল্লেখ করা ছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলোর বিপরীতে সামগ্রিক অর্জন ও অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

সমাপ্ত